আমি ও বনবিহারী

(আকাদেমি পুরস্কার ২০০২)

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭০ টাকা

Aami O Banabihari by Sandipan Chattopadhyay Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: November 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 170 Taka RS: 170 US 8 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-93396-7-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
কবি, নাট্যকার, মন্ত্রী

দৃশ্য-১

অংশ ১

আমি এবং বনবিহারী এক লোক না। কিন্তু, বনবিহারী একথা মানে না। শুধু মানে যে না, তা নয়। সে আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছে।

অবশ্য, তাকে দোষ দিই কী করে। আমি কে; বা, কী। কিছুই না। আমার তো একটা নামই দেয়নি কেউ। নিজের নাম আমি নিজেই রেখেছি।

তাই, এমনই তো হয় আর সেটাই হরবখত, যখন তার ও আমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখাটা আমি নিজেই খুঁজে পাই না।

সুধী পাঠক, আমাকে 'প্রাণ' বলে ডাকুন।

ফুলশয্যার রাত থেকেই যদি ধরি, যদিও সেদিন পিরিয়ডের মধ্যে, প্রতিভা ও বনবিহারীর যুগলবন্দী বছর-কুড়িতে পড়ল। সে-রাতে রাগ করে বলেছিল সে, 'ধ্যুৎ। কী যে করো।' 'রেজিস্ট্রির দিন তো তুমিই ঠিক করেছিলে।'

'ছিঃ।' চোখদুটো বড় বড় করে আর চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে প্রতিভা বলেছিল, 'তুমি না আমার কমরেড?'

'চলো, ছাদে গিয়ে বসি।' বলে ডান হাতে ধরে তাকে ছাদে নিয়ে যায় সে। হাতে ধরিয়ে দেয় প্লাস্টিকের তৈরি একটা নক্সাদার মাদুর।

মেঝেয় পাতা গদির বিছানা থেকে বনবিহারী নিজেই তুলে নিয়েছিল ফ্রিল-দেওয়া ডি-সি-এমের নতুন কাভার পরানো যে মাথার বালিশ দুটো, তারাও নতুন। না-না, এগুলো দানসামগ্রী জাতীয় নয় কিছু। বিয়ের আগে ঘুরে ঘুরে এ-সকল তারা নিজেরাই পছন্দ করেছে। শোবার খাট এখনও এসে পৌঁছাতে বাকি। গদি এসে গেছে।

পার্টির কমরেড এবং আত্মীয়স্বজনের শেষ লোকটি চলে যাবার পর, এখন অনেক রাত। ছাদে উঠে বনবিহারী দেখে আকাশে আস্ত চাঁদ একখানা। আর-এ, সে তো এর খবরই রাখত না। কতদিন দেখেনি আকাশকে।

আলো এত বেশি যে আকাশে তারা নেই বললেই চলে। বড় বড় বিমের কাটাকুটি ছায়া পড়ে আছে ছাদময়। অদূরে মাল্টিস্টোরিড উঠছে।

কনভেন্ট রোডে ৫২ ফ্ল্যাটের সি-আই-টি কমপ্লেক্স।

পাঁচশ স্কোয়ার ফুটের চারতলা বস্তি। মাঝখানে চিলতে তেকোনা পার্ক। একটা স্লিপার।

এখানে দিনের বেলাতেও কেউ ছাদে ওঠে না। এত উঁচু বাড়িও কাছাকাছি নেই, এক সি-আই-টি রোডের ওপারে নয়া মসজিদ ছাড়া। চাঁদ উঠেছে ওদিকেই। তবু পার্কের দিকেই মাদুর পাতে প্রতিভা। বালিশ দুটো নিতে গিয়ে, ঈষৎ আকর্ষণ করে তাকে কাছে টেনে জানতে চাইল, 'কীঈ, দিনটা খারাপ বেছেছি?'

বনবিহারী দেখল, আকাশে না থাক, প্রতিভার চোখ দুটিতে তারা নিঃসন্দেহে ঝকঝক করছে। কানের ঝিকমিক ইয়ারিং দুটোর জন্যে নামে-চশমা কেমন পরী-পরী লাগছে না? পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে, ব্যালেরিনা-ঢঙে লেংচে কেমন উঁচু হয়ে উঠে জানতে চাইছে দেখো! সেই সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠছে কাঁধের প্রান্তদুটিও, বুঝি ডানাই বেরুবে।

আর এ কি হ্যাস্কি কণ্ঠস্বর। এই স্বরে তো কখনও কথা বলেনি, আগে। কে বলবে এই সেই মেয়ে গত পাঁচ বছর ধরে যে

মিছিলে প্রথম চিৎকারকারী ('প্রতিভাকে একটু আস্তে স্লোগান দিতে বলো বনবিহারী—মাইক তো রয়েছে'—প্রাণ)—এল-সি মিটিঙে কেন্দ্র ও রাজ্য পার্টির অনেক অমোঘ সিদ্ধান্ত যার হাতে ধুনুরির তুলোর মতো বং বং শব্দে ওড়ে (এবং সে তা নোট করাতে বাধ্য করে)—শো-উইন্ডোর সদ্য-বিস্মিত মেয়ে-ম্যানিকেনের মতো সেই মেয়েই এখন মর্মরের মতো স্বচ্ছ কত কৌতূহল ভরে, এখনও উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে! যে কীঈ, দিন কি সে খারাপ বেছেছিল?

এটা যে ফাগুন মাস, বনবিহারীর তাও জানা ছিল না।

যেমন ধরুন, এইখানটায়। বর্ধমান কৃষক সম্মেলন থেকে সেবার লোকাল ট্রেনে ফিরছি, কী মনে করে বনবিহারী ঝালমুড়িঅলা ছেলেটার কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা ভাই, পূর্ণিমা কবে?'

তখন বিকেলবেলা। ছেলেটি ভরাভর্তি শালিমার তেলের কৌটার মধ্যে শিশি থেকে তেল মারা শেষ করে, ঘটরঘটর শব্দ তুলে মুড়িমশলা নাড়িয়ে চলল। উত্তর নেই।

বনবিহারী, পুনরায়—'পূর্ণিমা কবে জানো তুমি?'

'না'। মুড়ি-ঘাঁটা থামিয়ে হেঁড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় ছেলেটি বলল, 'আমি আকাশ দেখি না।' এত বলে সে বাইরে গয়ের ফেলে।

এখানে আমার মনে পড়ল সে-কথা। কিন্তু বনবিহারী? তার তো পড়ল না মনে। তার মন থেকে এ-সব মুছে গেছে।

এমনকি কত শত ঘটনা যে তার মন থেকে লেপেপুঁছে গেছে তার ঠিক নেই। যা আমি জানি। কিন্তু বনবিহারী জানে না। আর জানে না।

অংশ ২

৭২-এর বরানগর-কাশীপুর। জ্যোতিবাবুর নির্বাচন করতে গিয়ে হঠাৎ, একদিন ভাষা-বদল, ওদের। প্রতিভা আর বনবিহারীর। আমি

জানতাম, আমিই ওকে পাব। কমরেড প্রতিভা সেনকে। সবচেয়ে বড় কথা, পার্টি জানত।

আমার মামা কৃষক নেতা হরিপদ মাস্টার। ৫০ দশকে বাগনান কৃষক সম্মেলনে হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে মারা যান। তখন মঞ্চের ওপর। স্বাধীনতার প্রথম পাতায় ছবি বেরিয়েছিল। আর সবাই দাঁড়িয়ে। শুয়ে শুধু একজন। গলা পর্যন্ত লাল পতাকা।

অন্যদিকে, ১৯৫৯-এর খাদ্য আন্দোলনে শহিদ হন ১০০ জন। গুরুতর আহত ১০০০। যে শতাধিক নিখোঁজ হন, প্রতিভার পিসেমশাই সত্যসাধন মজুমদার তাঁদেরই একজন। তাঁকেও না-নথিভুক্ত একজন শহিদ বলেই ধরা হয়ে থাকে।

তা বলে, পার্টির কাজে ছাড়া—মিটিং-মিছিল বাদে—আমাদের কপোত-কপোতী যথা কোনও নির্জন ঘুলঘুলিতে কখনও দেখা গেছে, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। দুজনকে একসঙ্গে সিনেমা কি থিয়েটারে ঢুকতে বা রেস্তোরাঁয় ঢাকা কেবিনের পর্দা তুলে একজন-একজন করে বেরুতে (প্রথমে বেরোয় মুখে-মৌরি সপ্রতিভ মেয়েটি)—কেউ কখনও দেখেনি। তবে সবাই জানত। আর সবচেয়ে যে বেশি জানে, সেই পার্টি জানত। উৎপল দত্তর 'তীর' দেখতে গিয়েছিলাম দুজনে, সে আলাদা কথা।

তারপর... আমার খুব ভাল মনে আছে (না থাক বনবিহারীর)—দিনটা ছিল ১৬ মার্চ, ১৯৭০। বেলা ১২টা নাগাদ আমি শ্যামবাজার কফি হাউসে ঢুকে দেখি বনবিহারী বসে আছে। একটু পরেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পড়ে যাবে। রাতে জারি হবে রাষ্ট্রপতির শাসন। রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে। মিছিলে মিছিলে ভরে যাবে কলকাতা। তবে তখনও কেউ নিশ্চিত নয়। এমন তো কতই ওঠে দমকা বাতাস। সবই কি আর ডেকে আনে কালবৈশাখী?

আমি বনবিহারীর হাতে সন্তর্পণে একটি চিঠি গুঁজে দিই।

পার্টি লেটার? না, এস-ও-এস।

বনবিহারীর তখনও-প্রতিভাদিকে লেখা আমার চিঠি।

'এইমাত্র : এল নাইনে: ওকে: দেখলাম। দুই একটা :ট্যাক্সি ধর্। ওভারটেক কর। বাসে ওঠে: এই চিঠিটা ওকে দিয়ে আ-য়।'

যদিও কফি হাউসে ঢুকছি শান্তভাবে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার আগে অনেকখানি রাস্তা দৌড়ে এসেছি এবং সেটা লুকাতে পারছি না। ওর খোলা হাতে একখানা দশ টাকার নোটের সঙ্গে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে ওর হাতের মুঠো আমি বন্ধ করে দিই।

প্রতিভাকে পেতে পেতে পালপাড়া। আরও দেরি হলে হু-হু এল-নাইন পৌঁছে যেত গন্তব্য রথতলায়। তারপর প্রতিভা চলে যেত রিকশায় চেপে ফিডার রোড। ১১৭ নং বস্তি। সে ঠিকানা বনো জানে না।

চিঠিটা একেবারে হাতে গুঁজে দেবার ভঙ্গি দেখে পার্টির চিঠি ভেবে প্রতিভাও ভ্যানিটিতে রাখতে যাচ্ছিল—তেমনই হাতে-গড়া খাম। চিঠিও ছোট্ট। কী মনে হল, হঠাৎ জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার!'

'প্রাণ দিল আপনাকে দিতে।'

'ও প্রাণ!' বাগে না ঢুকিয়ে এক পলক দেখে, মনে হল সবটা না পড়েই চিঠিটা রাস্তায় ফেলে দিল প্রতিভা। বাসের জানালা দিয়ে। পরে জেনেছিল, সবটা পড়েই। চিঠিতে লেখা ছিল একটাই লাইন : Meet me for the last time.

কানাঘুষোয় জানা ছিল। দলবিরোধী কাজের জন্য কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে। কিন্তু, এক্সপেলড্ হয়েছে প্রাণ, জানত না। সে বয়সে মাত্র দু-বছরের ছোট হলেও, পার্টিতে কমরেড প্রতিভা সেন তার থেকে অনেক এগিয়ে। পার্টির কাজকর্ম শুরু করে স্কুল জীবনেই। সে পার্টি মেম্বার। তার কাকা মনমোহন সেন। জেলা কমিটির সদস্য। হোলটাইমার। এখনও থাকেন কমিউনে। ক্লোজ সিমপ্যাথাইজার থেকে বনবিহারী সবে ইউনিট মিটিঙে ডাক পাচ্ছে। তার জানার কথাও না।

প্রাণ তবু বনবিহারীকে ছাড়েনি অনেকদিন। অবশ্য চিঠি ফেলে দেবার কথা সে মুখ ফুটে বলতেও পারেনি। নানা ছুতোয় বনবিহারী তুলতও প্রাণের কথা। বলতে গেল পার্টিতে সে আমার রিক্রুট।

এই পর্ব চলছে, এমন সময় এসে গেল ৭২-এর ভোট। কলকাতা জেলা কমিটি থেকে জ্যোতিবাবুর কেন্দ্রে বাছা বাছা ক্যাডার পাঠানো হয়েছিল। প্রতিভার বাড়ি বেলঘরিয়ায়, এলাকার বিশিষ্ট কমরেডের হাতে ছিল অনেক দায়িত্ব, তার মধ্যে গোটা তিনেক বুথের ভোটার। ঝাড়া পনের দিন ধরে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে গ্রুপ-মিটিং করেছে—তখনও দেওয়াল-লেখার দায় পেশাদার পেন্টারের হাতে চলে যায়নি—৭২-এর নির্বাচনে পার্টি অফিসে বসে নিজের হাতে পোস্টার লিখেছে বনবিহারী।

যবনিকা উঠল নির্বাচনের দিন, সকালবেলা। দেখা গেল মঞ্চ প্রস্তুত, কিন্তু কুশীলবরা কেউ ঘর থেকে বেরুতে চাইছে না। জেলে-পাড়ার বস্তির লোক বেলা ১২টার সময় ভোট দিতে গিয়ে ফিরে এল। তাদের গোটা বস্তির ভোট হয়ে গেছে। দু-একটা বোমার শব্দ শোনা গেল। গুজব—লাশও নাকি পড়ছে। ৭১-এর অভিজ্ঞতা বরানগর-কাশীপুরকে ঘরের খিল তুলে দিতে বলল (বলাও হয়েছিল, 'বাড়িতে থাকুন, গান-বাজনা শুনুন'—ইত্যাদি)। এরপর ভোটাররা বাড়ি থেকে ভোট দিতে বেরুল যার নাম সেই ১৯৭৭-এ।

পার্টি থেকে নির্দেশ এল প্ররোচনায় পা না দিতে। বেশিরভাগ কমরেড তো তখনও ঘরছাড়া। সন্ধ্যের পর পার্টি অফিসের ঝাঁপ পড়ে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা সিঁথিতে বাসে তুলে দেবার জন্য প্রতিভাদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই অবাক-করা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ল তখনও প্রতিভাদি, 'কমরেড, আপনি মাঝে-মাঝেই প্রাণের কথা তোলেন কেন? কেন তোলেন? উনি তো আর আমাদের পার্টিতে নেই। ওঁদের মতো রেনিগেডদের জন্যই আজ আমার এ-ভাবে হেরে গেলাম—একটুও

রেজিস্ট করতে পারলাম না।' ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁচকে আসে তার, 'কতদিন ধরে তলে তলে এম-এল পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছেন, ১২ আগস্ট এখানে গণহত্যার রাতে ওঁর রোল কী ছিল জানেন আপনি? ওঁর অ্যান্টি-পার্টি অ্যাক্টিভিটিজ সমস্ত বেরিয়ে গেছে পার্টি-লেটারে, আপনি কি কিছুই জানেন না? উনি তো বিট্রে করেছেন আমাদের পার্টিকে।

'আপনি কেন বলেন ওঁর কথা', হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে চোখ আড় করে তুলে, অপ্রত্যাশিত, যার-পর নেই কল্পনারও অতীত, প্রতিভাদি হঠাৎ জানতে চাইল, 'আপনার কিছু বলার আছে কী। আমাকে?

বনবিহারী? তারও কিছু বলার থাকতে পারে নাকি? পার্টি হায়ারার্কি-তে প্রতিভা সেন অনেক উঁচুতে, বয়সেও অন্তত দু-বছরের বড়। তার একটা দান থাকতে পারে নাকি? অথচ, তারও স্তম্ভিত চাহনির সামনে বলতে বলতে ক্রোধে ফেটে-পড়া মুখটা কেমন নরম হয়ে এল, গলার স্বর হঠাৎ নেমে এল খাদে, যা ছোঁয়া পেল এক পরম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার। মাথাও যেন একটু নেমে এল বুকের দিকে।

বনবিহারীকে প্রস্তরীভূত করে রেখে যে কোনও একটা বাসের দিকে তরতরিয়ে এগিয়ে গেল প্রতিভা। একবারও পিছনে তাকাল না।

এই প্রথম আমি দেখলাম, তার চোখের মণি কত নরম। এমন পরিপূর্ণ চোখ তুলে আমার দিকে সে তো কখনও তাকায়নি। তার চোখে এ সজলতা আমি তো কখনও দেখিনি। দেখলাম, তার চোখের কোলে কালি। বেশ কয়েকটা আঁচড়। পার্টি করতে করতে বয়স কি তার তিরিশের ধারে-কাছে পৌঁছে গেল?

অংশ ৩

আমার সঙ্গে সে-রকম কোথাও না গেলেও বনবিহারীর সঙ্গে অতি গোপনে, একান্ত নির্জনে দেখা করতে শুরু করল প্রতিভা। চিৎপুর ব্রিজের ওপর বাসস্টপে অ্যাপো করে খালধার দিয়ে ওরা প্রায়ই হেঁটে যেতে লাগল গঙ্গার পাড় অবধি। সেখানে গায়ে গায়ে লাগানো নৌকো, কেউ খড়ের, কেউ টালির, কেউ ইটের। নোঙর করা, প্রথম তীর ঘেঁষা নৌকোটির সঙ্গে বাঁধা। নৌকোর পর নৌকো পেরিয়ে, গঙ্গার বেশ খানিকটা ভেতরে শেষ নৌকোটিতে গিয়ে ওরা বসত। যদিও তখনও ওদের বাক্যালাপের অনেকটা জুড়ে থাকত পার্টির আর পার্টি লাইনের কথা—তবু ওই পার্টি-ভাষাতেই মিলেমিশে চলে আসত বিশেষত, প্রতিভার সুখ-দুঃখের কথা। বাবা রিটায়ার করবেন। দু বোন পড়ছে। ভাই স্টেট ট্রান্সপোর্টে অ্যাপ্রেন্টিস। তবে ডানলপ ব্রিজের কাছেই একটি মেয়ে স্কুলে প্রতিভার চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে—শিক্ষামন্ত্রী নিজের হাতে অ্যাপ্লিকেশন নিয়েছেন বলে এল-সি-এল ধূর্জটি সোম তাকে জানিয়েছেন। তার গোটা পরিবার এখন ওই চাকরির দিকে তাকিয়ে।

হেন সময় সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল একদিন। এমন ঝড় যে তাদের শেষ নৌকো দড়ি ছিঁড়ে গেল বেরিয়ে, মাঝগঙ্গার দিকে। মাঝিরা হইহই করে উঠল। আর প্রতিভা ভয়ে জড়িয়ে ধরল বনবিহারীকে। এখানে ডুবজল। আর সে সাঁতার জানে না। সে ধরেই নিয়েছিল বনবিহারী জানে।

ওরা বসত ছই-এর ভেতরে। ঝড় থামার আগে আলিঙ্গন ওরা ছাড়াতে পারেনি। দুলতে দুলতে দপ করে নিবে গেল ঝুলন্ত হ্যারিকেনও। এবার শুরু অবিশ্রাম না-ছোড় চুম্বনের।

দেখা গেল প্রতিভা তার আগ্রহ ক্রমেই আরও আরও বাধা না দেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছে। দেখা গেল, প্রতিভার একটি নিতম্ব অন্যটির তুলনায় বেশি ঝুলে থাকে। তার ওপরের ঠোঁটের

নিচের চামড়া বেশ পুরু এবং একটুও নমনীয়তা সেখানে নেই, সেখানেও বয়স দেখা গেল।

এ-সব লক্ষ্য না করে আমি পারি না।

কিন্তু বনবিহারীর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

অংশ ৪

সুধী পাঠক, আপনি ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন, বনবিহারীর জায়গায় কোথা থেকে উড়ে এসে জনৈক আমি বেশ ক'বার জুড়ে বসেছে। না-না, ভুল হয়নি। অনিচ্ছাকৃতও নয় বা অসতর্কতা। আমি মাঝে মাঝে এসে পড়েছে তার নিজের গরজেই।

আপাতদৃষ্টিতে আমি এবং বনবিহারী একই ব্যক্তি মনে হলেও, রচনার একেবারে প্রথমেই কি বলে নেওয়া হয়নি, বনবিহারী ও আমি এক লোক না? তা না হলে আর প্রাণ বনবিহারীর হাত দিয়ে প্রতিভাকে চিঠি পাঠাচ্ছে কী করে?

ঠিকই যে, আমি ও সে একই দিনে এবং অদ্বিতীয় মুহূর্তে এই গ্রহে এসে নামি এবং আমাদের মাতৃগর্ভও একই। আমাদের দু'জনের জন্ম মাতৃগর্ভের অন্ধকার অভ্যন্তরে একই পরম-পরমাণু বিস্ফোরণের ক্ষণে। বস্তুত, আমাদের পিতাও এক; কেবল পিতৃপরিচিতি আলাদা।

ও যাকে বাবা বলে জানে এবং জানত, মানত এবং মানে- বাগবাজারের বোসপাড়ার সেই ধরণীধর মিত্র- আমি জানি আর আমার মা জানতেন আর বনবিহারী জানে না যে, আমরা তাঁর সন্তান নই।

বিন্ধ্যাচলের পরমপূজ্য যোগীরাজ বোলাবাবা আশ্রমের অবদান, পার্সেলযোগে প্রাপ্ত 'শিলাজতু' নামে রতিবর্ধকের কারণে (বিন্ধ্য পর্বতমালার অজানা অভ্যন্তরে অজ্ঞাত শিবলিঙ্গাকার প্রস্তরখণ্ড নিঃসৃত ঘাম যা মধুসহযোগে ক্রিয়ার অর্ধপ্রহর পূর্বে সেব্য) সহবাস-পটুতা অক্ষুণ্ন থাকা সত্ত্বেও ধরণীধরের বীর্যে কোনও নারীর গর্ভেই

ডিম্বাণু উক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ, এই প্রতিবন্ধের কথা তিনি জানতে না। তিনি শুধু জানতেন তার স্ত্রী শতরূপার গর্ভসঞ্চার হতে দেরি হচ্ছে গর্ভাধান সংক্রান্ত অক্ষমতার জন্যই এবং তাকে বাঁজা বলে ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে দেখেই সম্ভবত আমাদের মাতা পুরাণকথিত নিয়োগপ্রথায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন দাম্পত্য বিশ্বস্ততার চৌকাঠ ডিঙিয়ে নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা পরীক্ষার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাকি ছিল শুধু উপযুক্ত সময় ও নির্ভুল সুযোগের অপেক্ষা।

আমাদের ঠাকুমা হলেও হতে পারতেন যিনি, সেই প্রসন্নময়ীর মৃত্যু হয় কলেরায়, সুদূর হরিদ্বারে। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে প্রৌঢ়া বালবিধবা গিয়েছিলেন পূর্ণকুম্ভে। তীর্থঙ্কররা তাকে যথারীতি ত্যাগ করে চলে যায়—এবং দাঁড়ায় মাংসখণ্ড মুখে ডেঁয়ো পিঁপড়ের চলাচল থেকে সন্দেহক্রমে দরজা ভেঙে বমি ও পায়খানার মধ্যে তার পুতিগন্ধময় শব আবিষ্কৃত হয়।

খবর পেয়ে সন্তানহীনা স্ত্রীকে নিয়ে ধরণীধর যখন হরিদ্বার পৌঁছলেন, তখন গঙ্গাতীরে প্রসন্নময়ীর সৎকার হয়ে গেছে। মড়কের কারণে সেবার ভারত সেবাশ্রম একটি কলেরা শাখা খুলেছিল।

হরিদ্বার যাবার পথে বারাণসী থেকে দুন এক্সপ্রেসে তাদের কামরায় ওঠেন শ্রীমৎ বাগীশ্বরানন্দ।

পিওর সিল্কের সাদা থানের মধ্যে সেই দীর্ঘকায় মধ্যবয়সী মাখন-মসৃণ সন্ন্যাসীকে, জানালা দিয়ে শতরূপা দেখলেন, 'মহারাজ কি জয় হো' ধ্বনি তুলে শিষ্য-শিষ্যারা তাঁকে প্রণাম করছে।

কামরায় উনি এসে দাঁড়ালেন কিনা ওঁদের খুপরির সামনে! এবং কুশাসন পেতে বসলেন কিনা ওঁদেরই সামনের একতলার বাঙ্কটিতে!

ভবিতব্য চিনে নিতে শতরূপার এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। তখনও দীক্ষা নেননি, দেখেই ওঁর মনে হল, দীক্ষা যদি নিতে হয় তবে এঁর কাছেই নিতে হবে এবং এটাই তার বিধিলিপি। বস্তুত, লাল